Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 346 - 354
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 346 - 354
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বাখতিনের ‘ক্রনোটোপ’ ও মহাশ্বেতার ‘টেরোড্যাকটিল’

ড. আনিসুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : anisurrahaman1988@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Traditional and conventional, Chronotope, Terodactyl, Mythical entity, Aboriginal people.

Abstract
Mikhail Bakhtin is one of the eminent postmodern critics of Novels. His theory radically changed the traditional and conventional[1] way of reading, writing and criticising the Novels. One of the foremost Bakhtin's theories is 'Chronotope'[2] i.e Time and Space theory. Bakhtin narrative that Chronotope is the technique and method of Novels. The Chronotope is created by identifying the voice of existing social reality in Mahasweta devi's novel 'Terodactyl[3], Puron Sahai and Pirtha'. We have seen that while writing the history of exploitation, Deprivation, Suffering of Nagesia People of Pritha block Madhya Pradesh, mahasweta Devi is searching for their 'self'. As a result of Colonialism, their physical existence, oral tradition, and cultural heritage is endangered and lost. So, Mahasweta Devi wanted to return to find their roots and Reality. Mahasweta Devi applied a Mythical entity[4] for this purpose. The activist writer Mahasweta Devi has created the mythical entry and exit of the Terodactyl in this novel to convey the danger and degradation of the tribal people. The Terodactyl is a messenger of the extinction of the aboriginal people[5] of india. Mrs. Devi has woven the tribal people of the pre-colonial period in her novel. but they are not able to carry their culture, tradition, customs and history. They Seem to be on the poet's side. As a result, Terodactyl and indigenous people become indifferent in this novel.

Discussion

উত্তর আধুনিককালের উপন্যাসতাত্ত্বিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন মিখাইল বাখতিন (Mikhail Bakhtin)। তাঁর জীবনদর্শন ও আত্মোপলব্ধি সঞ্জাত তত্ত্বসমূহ উপন্যাস রচনা, পাঠ ও পর্যালোচনার চিরাচরিত এবং প্রচলিত আকল্পকে একেবারে বদলে দিয়েছে। কিন্তু বাখতিনের জীবন ও কর্ম নিজে নিজে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। নানা বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর সংঘর্ষ, দুর্ভিক্ষ, নির্বাসন এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মধ্যদিয়ে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থার দিনে তিনি লক্ষ করেছিলেন কীভাবে একবাচনিক প্রক্রিয়া দ্বিবাচনিক জগতের নির্মাণের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে অপরের স্বতন্ত্র স্বরকে গ্রাস করে।

কিন্তু সত্য সর্বদাই দ্বিবাচনিক এবং এই দ্বিবাচনিকতা-ই সামাজিক অস্তিত্বের প্রাধান্যকে যথাপ্রাপ্ত বলে স্বীকার করে নেয়। বাখতিন আস্থাশীল ছিলেন জীবনের সারস্বত দ্বিবাচনিকতারই প্রতি। তাই তাঁর তত্ত্ববিশ্বে অন্তেবাসী ও নারীর নিষ্পেষিত

উচ্চারণকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাখতিন কখনই তাঁর মতামত ও দর্শনকে কোনও তত্ত্বের আধারে বা মোড়কে ব্যক্ত করেননি। তিনি মূলত দস্তয়ভস্কি, রাবেল বা তলস্তয়ের লেখার পাঠগ্রহণ ও পর্যালোচনার অনুষঙ্গে বেশ কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লেখেন। যেমন -

বাখতিনের স্বনামে প্রকাশিত রচনা –

1. Art and Answerability: Early Philosophical Essays. (trans. Vadim Liapunov, ed. Michael Holquist and Vadim Liapunov), University of Texas Press, Austin, Texas, 1990. এই গ্রন্থে রয়েছে মোট চারটি প্রবন্ধ।
2. Art and Answerability, Nevel, September 3, 1919.
3. Author and hero in aesthetic activity, 1979.
4. Toward a philosophy of the deed, 1986.
5. The problem of content, material and form in verbal art, 1975.
6. The Dialogic Imagination: Four Essays. (trans. Caryl Emerson and Michael Holquist, ed. Michael Holquist), University of Texas Press, Austin, Texas, 1981. এই গ্রন্থেও স্থান পেয়েছে মোট চারটি প্রবন্ধ।
7. Discourse in the Novel, 1975.
8. Forms of time and of the chronotope of the study of the novel.
9. From the prehistoric Novelistic discourse.
10. Epic and novel: toward a methodology of the study of the novel.
11. Problems of Dostoevsky's Poetics. (trans. and Ed. Caryl Emerson), University of Minnesota Press, Minneapolis, Minnesota, 1984.
12. Rabelais and His World (trans. Helene Iswolsky), Indiana University Press, Bloomington, Indiana, 1984.
13. Speech Genres and other late Essays. (trans. Vern. W. McGee, eds. Caryl Emerson and Michael Holquist), University of Texas Press, Austin, Texas, 1986.
14. Prefaces to Tolstoy. (trans. Caryl Emerson in G. S. Morson and C. Emerson eds.), Rethinking Bakhtin: Extensions and Challenges, Northwestern University Press, Evanston, Illinois, 1989.
15. Toward a Philosophy of the Act. (trans. Vadin Liapunov), University of Texas Press, Austin, Texas, 1993.

সহযোগীদের নামে প্রকাশিত -

1. P. N. Medvedev: The Formal Method in Literary Scholarship: A Critical Introduction to Sociological Poetics (trans. A. G. Wehrle), The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1978.
2. V. N. Voloshinov: Marxism and the Philosophy of Language (trans. L. Matejka and I. R. Titunik), Harvard University Press, Cambridge, Massachussetts, 1986.

3. Freudianism: A Critical Sketch (trans. I. R. Titunik, ed. I. R. Titunik with N. H. Bruss), Indiana University Press, Indianapolis, Indiana, 1987.
4. Bakhtin School Papers (ed. A. Shukman), University of Essex, Colchester, 1983.[১]

প্রভৃতি গ্রন্থে ও প্রবন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বাখতিনের তত্ত্বসমূহ উত্তর আধুনিক কালে একটি প্রস্থান তৈরি করেছে, যা উপন্যাস পাঠ-পর্যালোচনার মানদণ্ড হিসেবে কাজ করছে। তাঁর লেখালেখির ভুবনে ডুব দিলে দেখা যাবে নিম্নোক্ত তত্ত্বদর্শনসমূহ একটি কাঠামো লাভ করেছে –

ডায়ালগিজম (Dialogism)
হেটেরোগ্লসিয়া (Heteroglossia)
পলিফনি (Polyphony)
কার্নিভাল (Carnival)
ক্রনোটোপ (Chronotope)

‘Discourse in the Novel’ প্রবন্ধে ‘ডায়ালগিজম’ (Dialogism), ‘হেটেরোগ্লসিয়া’ (Heteroglossia) এবং ‘পলিফনি’ (Polyphony) সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। সেখানে দেখা যায় বাখতিন ‘ডায়ালগিজম’-এর কাঠামোটিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা— ‘হেটেরোগ্লসিয়া’ বা দ্বিবাচনিকতা এবং ‘পলিফনি’ বা দ্বিস্বর-বহুস্বর। সাধারণত সংলাপে দু-রকম চরিত্রের দুজন মানুষের স্বরক্ষেপণকে আমরা দ্বিস্বর এবং দুই-এর বেশি চরিত্রের স্বরক্ষেপণকে আমরা বহুস্বর হিসেবেই গণ্য করে থাকি। কিন্তু বাখতিন দ্বিস্বর-বহুস্বরকে ভাষাকেন্দ্রিক আক্ষরিক অর্থে বোঝাননি। তিনি ভাষাগত দ্বিস্বর-বহুস্বরের বদলে বক্তব্যের দ্বিস্বর-বহুস্বরকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। দুই-এর বেশি চরিত্রের বাচনিকতা ও স্বরক্ষেপণ, দুটি ভিন্ন মতবাদের স্বরক্ষেপণ, দুটি ভিন্ন কালের স্বরক্ষেপণ, দুটি ভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতির স্বরক্ষেপণ এবং নারী-পুরুষের স্বরক্ষেপণকে বাখতিন দ্বিস্বর-বহুস্বর বলেছেন। বাখতিন ঘরানার বিশিষ্ট সমালোচক ‘হেটেরোগ্লসিয়া’ এবং ‘পলিফনি’র পরিচয় দিতে গিয়ে আমাদের জানিয়েছেন –

> “The shift of terminology from 'polyphony' to 'heteroglossia' indicates a shift of emphasis towards social languages rather than individual voices which were more the focus of analysis in the study of Dostoevsky's prose. However, it is only a change of emphasis; for the various social discourses of heteroglossia to enter the novel they must be embodied in a speaking human being. Every language in the novel is a point of view, a socio-ideological conceptual system of real social groups, otherwise it cannot enter the novel, but equally it must be a concrete, socially embodied point of view, not an abstract, purely semantic position.”[২]

বাখতিনের বহুস্বর তত্ত্বের অন্যতম প্যারামিটার বা নির্ণায়ক মানদণ্ড হল কার্নিভাল বা উৎসব তত্ত্ব বা শোভাযাত্রা তত্ত্ব। বাখতিন ‘Rabelais and His World’ ও ‘Problems of Dostoevsky’s Poetics’ গ্রন্থে ‘কার্নিভাল’ (Carnival) ভাবনার পরিবেশন করেছেন। লোকজ উৎসবের শোভাযাত্রায় বিচিত্র বর্গের তথা জাতি-বিত্ত-নারী-পুরুষ-শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রভৃতি অভিমতের মানুষ অংশগ্রহণ করে। কার্নিভাল বিশেষ অর্থে বিচিত্র স্বরক্ষেপণের দর্পণে অভিব্যক্ত বিচিত্র ভাবাদর্শ ও মতাদর্শের শোভাযাত্রায় পর্যবসিত হয়ে যায়। মোটকথা, কার্নিভাল হয়ে ওঠে বহুস্বরের শোভাযাত্রা। কাজেই কার্নিভালে লোকজ উৎসবকে কেন্দ্র করে বহুস্বরের দর্পণে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনযাপনের স্বতন্ত্র ডিসকোর্স (Discourse) বা সন্দর্ভ নির্মাণ করে। বাখতিন বলেছেন —

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 346 - 354
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "...the carnival-grotesque form exercises the same function: to consecrate inventive freedom, to permit the combination of a variety of different elements and their rapprochement, to liberate from the prevailing point of view of the world, from conventions and established truths, from cliches, from all that is humdrum and universally accepted. This carnival spirit offers the chance to have a new outlook on the world, to realize the relative nature of all that exists, and to enter a completely new order of things."[৩]

আর এই ডিসকোর্সে রূপক ও কৌতুকের মোড়কে শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের, প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রতাপহীনদের, প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রভুত্বহীনদের, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রান্তের স্বর বাচনিক বা স্পার্ক (Spark) বা স্ফুলিঙ্গ তৈরি করে। কার্নিভালে অভিব্যক্ত এই বহুস্বরক্ষেপণকে বাখতিন উপন্যাসের প্রতিবেদনে প্রত্যাশা করেছেন।

বাখতিনের বহুস্বর তত্ত্বের আর একটি অন্যতম নির্ণায়ক মানদণ্ড হল 'ক্রনোটোপ' বা টাইম ও স্পেসের তত্ত্ব। বাখতিনের 'The Dialogic Imagination: Four Essays' গ্রন্থের অন্তর্গত 'Forms of time and of the chronotope in the novel' (1937-1938) প্রবন্ধে 'ক্রনোটোপ' (Chronotope) সম্পর্কিত আলোচনার অবতারণা করেছেন। 'ক্রনোটোপ' (Chronotope) শব্দটি গণিতশাস্ত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। এই 'ক্রনোটোপ' শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'ক্রোনোস' (Chronos) এবং 'টপোস' (Topos) থেকে। ক্রোনোস' শব্দটির অর্থ সময় বা কাল (Time), আর 'টপোস' শব্দের অর্থ স্থান বা প্রেক্ষিত (Space)। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের অংশ হিসাবে এটি সকলের কাছে কমবেশি পরিচিত। কিন্তু আপেক্ষিকতা তত্ত্বে এর যে বিশেষ অর্থ রয়েছে সেই অর্থে বাখতিন 'ক্রনোটোপ' (Chronotope) শব্দটি ব্যবহার করেননি। তিনি মূলত সাহিত্যে কীভাবে স্থান এবং সময়ের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নির্মিত হয় এবং সময়-স্থানিক সম্পর্ক ব্যক্ত হয় তা বোঝাতে গিয়ে 'ক্রনোটোপ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় সমালোচক আমাদের জানিয়েছেন যে —

> "...it expresses the inseparability of space and time (time as the fourth dimension of space). ... In the literary artistic chronotope, spatial and temporal indicators are fused into one carefully thought-out, concrete whole. Time, as it were, thickens, takes on flesh, becomes artistically visible; likewise, space becomes charged and responsive to the movements of time, plot and history. This intersection of axes and fusion of indicators characterizes the artistic chronotope."[৪]

উপন্যাসে স্থান ও কালের বিশেষ সম্পর্ক সূত্রই হচ্ছে 'ক্রনোটোপ'। টাইম ও স্পেস বা সময় ও প্রেক্ষিত বা কাল ও স্থানের পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রচলিত একটি স্বরের মধ্যে অন্য একটি স্বরের পুনর্জন্মের প্রযুক্তি ও কৌশলকেই বাখতিন 'ক্রনোটোপ' বলেছেন। 'ক্রনোটোপ'-এ আবহমানকাল ধরে বয়ে আসা কোনো স্বরকে অবলম্বন করে তার মধ্যে জায়মান সমাজবাস্তবতার স্বরকে চিহ্নিত করে বহুস্বরের সৃজন ঘটে। একটি সময়-প্রেক্ষিতে বা স্থান-কালে কোনো একটি ঘটনা বা সংলাপে যে সন্দর্ভ নির্মিত হয়, সময়প্রেক্ষিত বা স্থান-কাল বদলে দিলে সেই ঘটনা বা সংলাপে অন্য ডিসকোর্স নির্মিত হয়। এই টাইম ও স্পেসের তারতম্য ঘটিয়ে উপন্যাসে দ্বিস্বর বা বহুস্বরের অভিব্যক্তির প্রযুক্তি কৌশলকেই 'ক্রনোটোপ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

সময়-প্রেক্ষিত বা স্থান-কালের যে পটপরিবর্তনের দ্বারা আবহমানকালের স্বরের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের একটা ঘটনাপ্রবাহকে যুক্ত করে দিয়ে যে বহুস্বরের পুনর্জন্মের বিষয়টি সাহিত্যের প্রতিবেদনে ভুরি ভুরি নিদর্শন পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'জলতিমির' উপন্যাসে 'কালীয়দমন' শীর্ষক অধ্যায়ে একটি পৌরাণিক কাহিনি রয়েছে। সেই পৌরাণিক কাহিনিটিতে কৃষ্ণ কর্তৃক অত্যাচারী কালীয়কে নিধন করবার দৃশ্য রয়েছে। এই কালীয়দমন পৌরাণিক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 346 - 354
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রসঙ্গটিকে ধরে সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘জলতিমির’ উপন্যাসে সাম্প্রতিক ঘটনার প্রতি সনির্বন্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। এই পৌরাণিক বক্তব্যকে সামনে রেখে তিনি সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের কথা বলতে গিয়ে জলের আর্সেনিক দূষণের প্রসঙ্গ এনেছেন। এই আর্সেনিক দূষণকে তিনি কালীর বিষের অনুষঙ্গে ভেবেছেন এবং সেই অনুষঙ্গে আমাদের বর্তমান সমাজ বা রাষ্ট্রে বা জীবনে যেভাবে ক্ষমতালোভী, ক্ষমতাদর্পী মানুষ সাধারণ মানুষকে শোষণ-বঞ্চিত-উপেক্ষা করছেন এই স্বরটিকে তুলে ধরছেন। আলোচ্য উপন্যাসে যে দুটি স্বরকে তিনি তুলে ধরেছেন তার মধ্যে একটি হল পৌরাণিক স্বর, অন্যটি জায়মান স্বর। এই যে দুটি স্বরের প্রতিস্থাপনকে বাখতিন ‘ক্রনোটোপ’ বলেছেন। বাখতিনের এই ‘ক্রনোটোপ’ (Chronotope) তত্ত্বের আলোকে মহাশ্বেতা দেবীর ‘টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা’ উপন্যাসের বিকল্প ডিসকোর্স নির্মাণ করাই আমাদের আলোচনার অভিপ্রায়।

আদিবাসী জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম-অপ্রেম, শোষণ-বঞ্চনা, রীতি-নীতি, লোকজ বিশ্বাস ও সংস্কৃতি ক্রমশ বিলুপ্তির পথে পা বাড়ানো নিয়ে মহাশ্বেতা দেবী নিরবচ্ছিন্নভাবে লিখে গেছেন ‘কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু’, ‘অরণ্যের অধিকার’, ‘চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর’, ‘শাল গিরার ডাকে’, ‘সিধু-কানুর ডাকে’ প্রভৃতি উপন্যাস। ভারতবর্ষের মূল জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন, সভ্যতার অগ্রগতির নিরিখে পিছিয়ে পড়া স্বাধীন ভারতের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ এই নিম্নবর্গের আদিবাসী জনগোষ্ঠী। অথচ ভারতীয় জাতীয় অর্থনীতিতে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, সংস্কৃতিতে, সামাজিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে তাঁরা ব্রাত্য। লেখক মহাশ্বেতা দেবী দায়বদ্ধভাবে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এই ব্রাত্য সমাজকেই তুলে ধরেছেন এবং নিজের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের স্বরটিকেও কখনও বিরসা, কখনও চোটি মুন্ডার প্রতিবাদ-প্রতিরোধের স্বরের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। মহাশ্বেতা দেবী সমাজের এই বিরাট অংশকে শুধু উপন্যাসায়ন করে ক্ষান্ত থাকেননি, তাঁদের শরিক হয়ে, একজন হয়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে শামিল হয়েছিলেন। কর্মী-লেখক মহাশ্বেতা এ কারণেই স্বতন্ত্র এবং সমাজ-সাহিত্যে একাই একটা ঘরানা। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর সকল লেখার উদ্দেশ্য ও প্রেরণা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন —

> “...আমি অন্ন, জল, জমি, ঋণ, বেঠবেগারী কোনটি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না, যে ব্যবস্থায় এই মুক্তি ছিল না তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র, সূর্যসমান ক্রোধই আমার লেখার প্রেরণা। দক্ষিণে-বামে সকল দলই সাধারণ মানুষকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়েছে।”[৫]

‘টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা’ সংশ্লিষ্ট ধারার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কর্মী-লেখক মহাশ্বেতা দেবীর স্বোপার্জিত অভিজ্ঞতার বাণীরূপ ও আদিবাসী জীবনের মহাভাষ্য ‘টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা’ উপন্যাসটি।

মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাসকে বারবার ব্যবহার করতে চেয়েছেন আখ্যানের পরিসরে এবং সেই পরিসরে লিখতে চেয়েছেন ‘তল থেকে দেখা ইতিহাস’। একের পর এক রচনায় খননকার্য চালিয়ে পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছেন ভারতবর্ষের বিকল্প ইতিহাসকে এবং বাংলা সাহিত্যের ভূগোলকে নিয়ে গেছেন বহু অনাবিষ্কৃত মিথ ও ফ্যান্টাসির ভূখণ্ডে,

> “আমি চিরকালই বিশ্বাস করেছি ইতিহাসে। সমসাময়িক কালে যা ঘটে তা যেমন ইতিহাস, প্রাচীন দিনের সময়ও কিন্তু ওয়াজ মাচ লাইক মডার্ন টাইম।”[৬]

সময়ের আধার হয়ে থাকে যে ইতিহাস ও সাহিত্য তাদেরও নির্মাণ করে ক্ষমতার ‘স্বর’ এবং সেখানে ক্ষমতাহীনদের অভিজ্ঞতা ও মতামতের কোনও গুরুত্বই থাকে না। কারণ পৃথিবীর সব দেশেই ইতিহাসের স্রষ্টা ক্ষমতাবান শ্রেণি। তাই তারা নিজেদের শ্রেণিস্বার্থ বিরোধী কোনও কিছুই সংরক্ষণের পক্ষপাতী নন। কিন্তু উপনিবেশ-উত্তর উপন্যাসের আখ্যানকারেরা বিশেষত মহাশ্বেতা দেবী সেই লুপ্তপ্রায়, দমিত, নিষ্পেষিত, বঞ্চিত, অদৃশ্য ইতিহাসকেই ফিরে পেতে চেয়েছেন উপন্যাসের বয়ানে। মহাশ্বেতা দেবী নিজস্ব দৃষ্টিকোণ, অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা দিয়ে অতীতকে পুনরাবিষ্কার ও বর্তমানকে ব্যাখ্যা করেছেন ‘টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা’ উপন্যাসে।

‘টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা’ উপন্যাসের আখ্যায়িকার পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের পিরথা ব্লকের গ্রাম,

> “জরিপে পিরথা ব্লকের ম্যাপটি গন্ডোয়ানা ভূমির কোন বিলুপ্ত জন্তুর মত। জন্তুটি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মেসোজোয়িক শেষে ভারতবর্ষ যখন মূল গন্ডোয়ানা ল্যান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 346 - 354
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> চলে আসে, পৃথিবীর ইতিহাসে তখন থেকেই নতুন যুগের শুরু। সে সময়ে যেন কোন প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী মুখ থুবড়ে পড়েছিল। পিরথা ব্লকের জরিপ রেখা তেমনি।"[৭]

ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী মধ্যপ্রদেশের পটভূমিকায় এ উপন্যাসের কাহিনির বিন্যাস প্রসঙ্গে বলেছেন —

> "একাশি সালের হিসাবে মধ্যপ্রদেশে এককোটি উনিশ লক্ষ সাতাশি হাজার একত্রিশ তফশিলী আদিবাসীর বাস। মোট জনসংখ্যার বাইশ পয়েন্ট নয় সাত অনুপাত। ছেচল্লিশ গোষ্ঠীর আদিবাসী, তাদের উপগোষ্ঠীর ভাগ আবার একশো সাতচল্লিশ। ভূসীমা চার লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার চারশো ছেচল্লিশ বর্গকিলোমিটার। তার মধ্যে তেতাল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ ভাগ জমিকর্ষণযোগ্য। মধ্যপ্রদেশে চোদ্দ পয়েন্ট চার ভাগ জমি সেচ পায়। মালব অঞ্চলের উর্বর কালো তুলো চাষের জমি কার দখলে? প্রধান খাদ্যশস্য জোয়ার, গম ও চাল কারা খায়? কোদো, কুটকি, সোমা এসব নিকৃষ্ট শস্যও জন্মায়। এ রাজ্যের বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য তৈলবীজ, তুলা ও আখ। এক ভীল তার পরিবারের ছয়জন সহ দারিদ্র্যের কারণে সেদিন আত্মহত্যা করেছে, যদিও আদিবাসীদের অলিখিত অভিধানে আত্মহত্যা নিদারুণ পাপ।"[৮]

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সাংবাদিক পূরণকে পুরানো বন্ধু পিরথা ব্লকের এসডিও হরিশরণ পিরথা ব্লকের গ্রামগুলি সার্ভে করানোর জন্য ডেকে পাঠিয়েছে। পূরণ হরিশরণের এই চিঠির ভিত্তিতেই পিরথা ব্লকের গ্রামগুলি সার্ভে করার জন্য চলে আসেন পিরথায়। পূরণ 'পাটনা দিবস জ্যোতি', (যা ছিল পাটনা ডে লাইট) দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের পত্রকার ছিলেন।

পিরথা ব্লকের আদিবাসীদের অনেক কিছুর অভাব-অভিযোগ রয়েছে। সরকারের সেদিকে কোনও খেয়াল নেই। পিরথাতে সরকার কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তুলতে দেয়নি। এখানে কোনও ফসল হয় না, বছরের পর বছর অজন্মা-অনাহার চলে। ফলে পিরথাতে আদিবাসীদের শিশুজন্মের হার ক্রমশ কমে যাচ্ছে, তাই পিরথায় আদিবাসী জনসমাজ ধরেই নিয়েছে সরকার তাদের ত্যাগ করেছে,

> "ওদের শিশুজন্ম কমে যাচ্ছে, সরকার এখনো পিরথার ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিল না। ওরা অনেক দিনই ধরে নিয়েছে যে সরকার ওদের ত্যাগ করেছে।"[৯]

পিরথা ব্লকের একমাত্র সাক্ষর ব্যক্তি শঙ্করের সঙ্গে হরিশরণ পূরণের পরিচয় করিয়ে দেন। শঙ্কর পূরণকে পিরথা যেতে নিষেধ করে। কিন্তু সাংবাদিক পূরণ চেয়েছিল পিরথাকে ভারতবর্ষের মানচিত্রে তুলে ধরতে। তাই শঙ্করের নিষেধ সত্ত্বেও পূরণ পিরথায় গিয়ে আদিবাসীদের সঙ্গে কথা বলেছে। আসলে শঙ্কর পূরণকে বলতে চেয়েছে,

> "পিরথায় চিরকাল আকাল। ওদের কোনো সাহারা নেই; হবে না। কয়েক হাজার মানুষ এখন হতাশা মেনে নিয়েছে। চাইতে জানে না, চায় না, দিলে নেয়। কী করে বোঝাবে, যুক্তি দিয়ে ভাববে, ব্যাখ্যা করবে, এটা সম্ভব নয়। শহরের মানসিকতা নিয়ে ওদের বুঝবেন? একটা স্কেল দিয়ে ভারত মহাসাগর কত গভীর, তা মাপবেন?... দয়া করে এটি আপনার কাগজে লিখবেন না। 'দরদি' লিখলেই বদলি।"[১০]

পূরণ পিরথায় গিয়ে আদিবাসীদের সঙ্গে কথা বলে নানা সমস্যার কথা জিজ্ঞাসা করে। পূরণের অনেক জিজ্ঞাসা ও অনুরোধের পর একজন আদিবাসী বলে যে, বছর বছর লোক এসে পিরথার আকাল ও নানা সমস্যার কথা সরকারকে জানাবে বলে লিখে নিয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবে এর কিছুই সুরাহা হয় না।

পূরণ সহায় পিরথায় গিয়ে আদিবাসীদের কাছ থেকে জানতে পারে তাঁদের নিদারুণ অভাব-অভিযোগের কথা। পিরথা ব্লকের প্রত্যেক গ্রামের মানুষের মুখে মুখে শোনা গেছে আদিবাসীদের মাথার ওপর দিয়ে অশরীরী আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁদের মনে হয়েছে এর ভেতর কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। তাই ছায়াটিকে অশুভ সংকেত মনে করে তাঁরা মৃতশৌচ পালন করছে। বিখিয়া পাখিটির ছবি এঁকেছিল। ছবিটি দেখে পূরণের মনে হয়েছে পাখিটি যেন বর্তমান সমাজকে সাবধান করে দেবার জন্য অতীত থেকে উঠে এসে বলেছে —

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 346 - 354
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "এ মানবসৃষ্ট দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ পাপ, এই ব্যাপক তৃষ্ণা পাপ, পাপ অরণ্য কেড়ে নিয়ে অরণ্যজীবী মানুষদের নগ্ন ও বিপন্ন করে দেওয়া? ...প্রতিবাদের কণ্ঠ, লড়াইয়ের হাত, সব টিপে ধরা, ভেঙে ফেলা পাপ?"[১১]

আদিবাসী জনজাতিরা পাহাড়ের ফলমূল খেয়ে ও পশুশিকার করে আনন্দে দিনযাপন করত। কিন্তু ক্ষমতালোভী শাসক দল, ভণ্ড, প্রতারক, মুনাফাবাজ মানুষেরা অরণ্যের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে তাঁদের বাস্তুচ্যুত, নিঃস্ব ও অসহায় করে দিয়েছে। তাঁরা মালিক-মহাজনদের জমিতে খুব কম মজুরিতে বেঠবেগারী খেটে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং এই সুদের পরিমাণ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে বাড়তে সুদে-আসলে দ্বিগুণ হয়ে যায়। সুদের ভারে ও দেনার দায়ে তাঁরা বংশপরম্পরায় মালিক-মহাজন-দিকুদের কেনা গোলাম হয়ে যায়। তাই মানুষের প্রতি মনুষ্যসৃষ্ট নিপীড়ন ও নির্যাতন লক্ষ করে পাখিটি অতীত ইতিহাস থেকে উঠে এসে মালিক-মহাজন-দিকু ও সমাজপতিদের সাবধান করে দিয়ে গেছে।

মহাশ্বেতা দেবী বিভিন্ন যুগে টেরোড্যাকটিলের পরিবর্তিত রূপকে বিভিন্ন ভাবে তুলে ধরেছেন এবং তার প্রতীকে আদিবাসী জনসমাজের বিপন্নতাকে বাস্তবসম্মত রূপায়ণ করেছেন। পূরণ সাংবাদিক হয়ে পিরথায় গিয়েছিল তাঁদের কথা সরকারকে জানাবে বলে। কিন্তু সাংবাদিকের কোনও কাজ না করে পূরণ পিরথার আদিবাসীদের দুঃখ-যন্ত্রণার ইতিহাস বুকে নিয়ে ফিরে আসে। পূরণ পিরথা সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট লিখে হরিশরণকে জানায় যে, রিপোর্টের একটা জেরক্স কপি এসডিও-কে পাঠিয়ে দিতে। এর বেশি পূরণ সহায়ের কিছু করার ছিল না। পূরণ জানত পত্রকারের কলম প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে জেহাদ ঘোষণা করলে জনমত তৈরি করা সম্ভব হবে এবং একদিন না একদিন এর সুরাহা হবে। তাই সাংবাদিক পূরণ কাগজ-কলম নিয়ে লেখালেখি শুরু করে।

পূরণ সহায়ের রিপোর্ট থেকে পিরথা সম্পর্কে জানা যায় পিরথা, ঢোলকি, গবহি, ডেরহা-সাঙ্গা, মাধোলা ইত্যাদি গ্রামগুলির চেহারা প্রায় একই রকম। গ্রামের সরপঞ্চ সক্রিয় না থাকায় তাঁদের অভাব-অভিযোগের কথা ব্লকের অফিসারদের কাছে পৌঁছায় না। তা ছাড়া পূরণ সহায়ের কথা থেকে আরও জানা যায়, রাজ্য সরকার তাই আদিবাসীদের মধ্যে পশ্চাৎপদ হয়ে থাকা মানুষ অধ্যুষিত আইটিডিপি মৌজায় নিশ্চয় টাকা বরাদ্দ করেছেন জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে এবং অডিটে সে টাকার হিসেবও মিলছে নিশ্চয়। রাজ্য সরকার আর কিছু ভাবতে প্রস্তুত নন। কিন্তু নিদারুণ সত্য হল –

> "সরকারি আমলারা, ঠিকাদাররা ও ব্যবসায়ীরা যে টাকা খেয়ে নিচ্ছে। আদিবাসী উন্নয়নের টাকা থেকে অন্তত দশটি পথ হয়েছে কয়েক বছরে, দুটি ব্রিজ হয়েছে এবং স্বল্পমূল্যে খাদ্য পাবার দোকানগুলি নিয়ন্ত্রণ করছে খাদ্য কর্পোরেশনের পেটোয়া ডিলাররা। কন্ট্রাকটর (যাদের রাজনৈতিকতা আছে) তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে সব।"[১২]

পূরণ আদিবাসীদের গ্রামগুলি ঘুরে ঘুরে দেখেছে 'আদিবাসী জমি হস্তান্তর নিষেধক আইন' থাকলেও তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কারণ শোষক সমাজ কলাকৌশল করে ভুয়ো আদিবাসীদের নামে জমি ক্রয় করেছে। কখনো-কখনো মালিককে (আদিবাসীকে) সে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করছে; কখনো বা মালিক জানতেই পারে না। কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যাপারটা 'ভূমি রাজস্ব বিভাগ ও আদালত' করছে। ফলে আদিবাসীদের নামে জমি থাকলেও, খাজনা পড়লেও আদিবাসীরা সে জমিতে প্রবেশ করার অধিকার বা পা রাখার অধিকারটুকুও পায় না। আসলে তাঁদের কোনও মুরোদ বা রাজনৈতিক গদা নেই। তা ছাড়া,

> "গরীব আদিবাসী জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে লড়বে কোন মদতের জোরে।"[১৩]

পূরণের পিরথা ব্লকের রিপোর্ট থেকে গোটা ভারতবর্ষের আদিবাসী জনসমাজের নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। পিরথার পাশের ব্লক রাওয়াগারির দুটি আদিবাসী গ্রামেরই একই করুণ অবস্থা। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার আইটিডিপি মৌজায় অনেকগুলি প্রকল্প চালু করলেও বাস্তবে তার কোনও প্রতিফলন নেই।

মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী জনসমাজের শোষণ, বঞ্চনাকে তাঁর উপন্যাসগুলিতে শুধু তুলে ধরেননি; তাঁদের হয়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। মহাশ্বেতা দেবী এ উপন্যাসকে 'স্বোপার্জিত আদিবাসী অভিজ্ঞতার বাণীরূপ' বললেও সেই 'অভিজ্ঞতার ভাষ্যকারই' থেকে যেতে চেয়েছেন। আসলে তিনি মূলস্রোত ও আদিবাসী জনসমাজের বিচ্ছিন্নতার কারণগুলি তুলে ধরেছেন,

> "কেন মূল স্রোত ও আদিবাসী সমাজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন আমি সে কথাটা বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছি। পেরেছি না পারিনি সে বিচার পাঠকের। ...উত্তর-স্বাধীনতা ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বরূপ (আদিবাসী প্রেক্ষিতে) কীরকম, তা যেমন বুঝেছি তেমন লিখলাম।"[১৪]

টেরোড্যাকটিল যেভাবে ক্রম বিলুপ্তির পথে পা বাড়িয়েছে তেমনই আদিবাসী জনসমাজও ভারতবর্ষের মানচিত্র থেকে একদিন মুছে যাবে। মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী জনসমাজের মূল সমস্যাগুলি এ উপন্যাসে পূর্ণাঙ্গভাবে তুলে ধরেছেন। আদিবাসী জনসমাজের বাঁচার একমাত্র পথ অন্যের জমিতে গোলাম হয়ে খাটা।

মধ্যপ্রদেশের পিরথা ব্লকের নাগেসিয়া জাতির শোষণ-বঞ্চনা-যন্ত্রণার ইতিহাস লিখতে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবী খুঁজেছেন তাঁদের 'আত্ম'কে। ঔপনিবেশিকতার ফলে তাঁদের লৌকিক, মৌখিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিপন্ন এবং হারিয়ে যাচ্ছে। তাই মহাশ্বেতা দেবী ফিরে যেতে চেয়েছেন এদের শিকড়ের সন্ধানে। এই শিকড়ের অনুসন্ধানের জন্য তিনি 'মিথ'কে আশ্রয় করেছেন। সমাজের উপরিতলের হাজার ভাঙা-গড়ায় বয়ে চলে আবহমান জনজীবন তারই ভাষ্যকার মিথ। ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী এ উপন্যাসে আদিবাসী জনজাতির বিপন্নতা ও অবক্ষয়ের কথা বোঝাতে গিয়ে 'টেরোড্যাকটিলের' মিথিক্যাল প্রবেশ ও প্রস্থান ঘটিয়েছেন। টেরোড্যাকটিল যেন ভারতবর্ষের আদিম জনজাতির বিপন্নতা ও বিলুপ্তির বার্তাবাহক। উপন্যাসে লেখক বলেছেন,

> "মেসোজোয়িক যুগের টেরোড্যাকটিল যদি আজ হাজির হতো, আজকের মানুষ তাকে বুঝতে সক্ষম হতো না। টেরোড্যাকটিলকে মরতেই হতো, কেননা কেনোজোয়িক পৃথিবী তার অজ্ঞাত। বিলুপ্ত পৃথিবী ও বর্তমান পৃথিবীর সংবাহন সম্ভব নয়।"[১৫]

মহাশ্বেতা দেবী 'টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা' উপন্যাসে দেখিয়েছেন প্রাক্-উপনিবেশিক কালপর্বের আদিবাসী জনজাতিও আজকের উত্তর-উপনিবেশিক পৃথিবীতে বেমানান। তাঁরা নিজের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, লোকাচার, ইতিহাসকে বহন করে নিয়ে যেতে পারছে না। তাঁরা যেন বিলুপ্তির পথে। ফলে উপন্যাসে টেরোড্যাকটিল ও আদিবাসী জনসমাজ অভিন্ন প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছে।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, মিখায়েল বাখতিন : দ্বিরালাপের নন্দন, দে'জ পাবলিশিং, ২০২৩, পৃ. ৪৬-৪৭
২. Morris, Pam (Edited). The Bakhtin Reader. Edward Arnold, 1994, P. 113
৩. Bakhtin, Mikhail, Rabelais and His World. Translated by Helene Iswolsky, Indiana University Press, 1984, P. 34
৪. Morris, Pam (Edited), The Bakhtin Reader. Edward Arnold, 1994, P. 184
৫. দেবী, মহাশ্বেতা, অগ্নিগর্ভ (ভূমিকা), মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র ৮, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩, পৃ. ৩২৫
৬. ঘোষ, নির্মল, মহাশ্বেতা দেবী ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাক্ষাৎকার, মহাশ্বেতা দেবী : অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ, করুণা, ১৯৯৮, পৃ. ১২১
৭. দেবী, মহাশ্বেতা, টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা, মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র ১৫, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪, পৃ. ১৩৪
৮. তদেব, পৃ. ২৩৮-২৩৯
৯. তদেব, পৃ. ২৩৩
১০. তদেব, পৃ. ২৩৫
১১. তদেব, পৃ. ২৭৭
১২. তদেব, পৃ. ২৯৯
১৩. তদেব, পৃ. ২৯৯

১৪. তদেব, পৃ. ২২৮

১৫. তদেব, পৃ. ২২৭